প্রথম আলো

তারিখ ... 04 MAY 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

৩৬৫ দিনই বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করতে হতে পারে

শিক্ষক মহাসমাবেশে মেয়ের হতাশা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

রেজাউল করিম হত্যা

'দেশে যেভাবে বিচারহীনতার সংস্কৃতি দেখছি, তাতে খুব আশাবাদী হতে পারছি না। একটা বিচার না হওয়ার অর্থ, পরবর্তী অপরাধকে উসকানি দেওয়া। আমরা যদি বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধ করতে না পারি তবে শুধু ১৪ ডিসেম্বর নয়, বছরে ৩৬৫ দিনই বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করতে হতে পারে।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শিক্ষকদের মহাসমাবেশে এমন হতাশার কথা ব্যক্ত করেন তাঁর মেয়ে রিজওয়ানা হাসিন শতভি। এ সময় তিনি বাবার হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার দাবি করেন।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী নিজ নিজ বিভাগের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে যোগ দেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আয়োজিত মহাসমাবেশে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতারাও অংশ নেন।

সমাবেশে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'বাংলাদেশে একের পর এক গুপ্তহত্যা হচ্ছে। খুনিরা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী একের পর এক খুন করে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা তাদের বিচারের আওতায় আনতে পারছি না। এটা আমাদের ব্যর্থতা।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক যুগে চারজন শিক্ষকের হত্যার কথা উল্লেখ করে ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'হত্যাকারীরা বারবার পার পেয়ে যাচ্ছে। হত্যাকারীরা আশকারা পেয়ে শক্তি সঞ্চয় করে আবার হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে।' অধ্যাপক রেজাউল করিম হত্যার বিচারকাজ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে করার দাবি জানান তিনি। পাশাপাশি বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

সমাবেশে অধ্যাপক রেজাউল করিমের স্ত্রী হোসনে আরা বলেন, 'আজ ১১টা দিন পেরিয়ে গেল, তারপরও কেউ কোনো আশা দিতে পারল না। আমি কি সিদ্দিকীর হত্যার বিচার পাব? এর আগে যারা হত্যার শিকার হয়েছে তারা কি বিচার পেয়েছে?' তিনি আরও বলেন, 'আর কোনো স্ত্রীকে যেন তাঁর স্বামীর হত্যাকাণ্ডের পর এভাবে সমাবেশে বক্তব্য দিতে না হয়। আমি অনেক কিছু হারিয়েছি। এই বিচার পেয়ে যাতে এটুকু সান্ত্বনা পাই যে তাঁর হত্যার বিচার পেলাম।'

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক মাকসুদ কামাল বলেন, 'আজ যারা অধ্যাপক রেজাউলের নামে কুৎসা করছে, তারা পুরো বাংলাদেশের নামে কুৎসা করছে। আমাদের এদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।'

মহাসমাবেশে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন রাজশাহী সদর আসনের সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশা। তিনি বলেন, 'আজ নিহত অধ্যাপকের স্ত্রী, কন্যা বিচার চাইছেন। কিন্তু তাঁদের এ বিচারের নিশ্চয়তা কে দেবে?'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিন বলেন, 'অধ্যাপক রেজাউলকে হত্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়কে হত্যা করা হয়েছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তবুদ্ধির জায়গা, আর তিনি মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন বেগবান করতে হবে।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহ আজমের সঞ্চালনা ও সমিতির সভাপতি মো. শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মোকাদ্দাম হোসেন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আনন্দ কুমার সাহা, রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি নীরেন্দ্র নাথ মোস্তাফী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক তাবিউর রহমান প্রধান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রেজাউল করিম, সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক ছাদেকুল আরেফিন মাতিন প্রমুখ।

গত ২৩ এপ্রিল রাজশাহীর শালবাগান এলাকায় নিজ বাসার কাছে অধ্যাপক রেজাউলকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। পরে তাঁর ছেলে বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে হত্যা মামলা করেন।